বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

নতুন বিমান বন্দর সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

স্মারক নং-১২.২০.০০০০.০২০.০৬.০০৫.১৭.২৬৫৮৬ তারিখঃ ২৯/১০/২০২৫ খ্রিঃ

বিষয় : **২১ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।**
সভাপতি : ড. নাজমুন নাহার করিম
নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল।
তারিখ ও সময় : ২১ অক্টোবর , ২০২৫, সকালঃ ১০.৩০ ঘটিকা।
স্থান : কনফারেন্স রুম - ০২, বিএআরসি ।
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট- ক ।

২.০ আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

সভার শুরুতে নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে পরিচালক (সাপোর্ট সার্ভিস)'কে সভা সঞ্চালনের আহবান জানান। পরিচালক (সাপোর্ট সার্ভিস) সভার কার্যক্রম শুরু করেন এবং সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচ্যসূচি মোতাবেক উপস্থাপনা শুরু করেন। সভার শুরুতেই পরিচালক (সাপোর্ট সার্ভিস) ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা শেষে উপস্থিত সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ-

ক্র নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	নিয়োগ/ পদোন্নতি	নতুন নিয়োগের বিষয়ে সদস্য পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মহোদয় সভাকে অবহিত করেন যে, ১৫ টি ক্যাটাগরির ৩৬টি পদের লিখিত পরীক্ষা বিএএফ শাহীন কলেজ, জাহাঙ্গীর গেট, ঢাকাতে ৩টি ধাপে গত ২৭ সেপ্টেম্বর, ০৪ ও ১৭ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ২৫,০০০ প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষা আয়োজন করা হয়। লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের দিনই কেন্দ্র থেকে ফলাফল প্রকাশ করা হয়। আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে মৌখিক পরীক্ষা গৃহীত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, বাকি শূন্য পদের মধ্যে ২০টি পদের ছাড়পত্রের প্রয়োজনীয় কাগজাদি কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে । নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন, আউটসোর্সিং এর অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। সদস্য পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মহোদয় জানান, বিএআরসি 'তে মোট ২৮ জন আউটেসোর্সিং কর্মচারী রয়েছে। উক্ত ২৮ জনের কাজের অনুমোদন চেয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে আউটসোর্সিং বিষয়ে বিভিন্ন খোঁজখবর নেয়া হচ্ছে এবং কাউন্সিল এ জিজ্ঞাসাবাদের চিঠি সংগ্রহ করে তার উত্তর আপডেট করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিচালক (সাপোর্ট সার্ভিস) জানান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে আউটসোর্সিং এর বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে।	৩৬টি পদের মৌখিক পরীক্ষা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। আউটসোর্সিং এর সমস্যা দ্রুত সমাধান করতে হবে।	সদস্য পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
২.	ওয়েবসাইট হালনাগাদ	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ হচ্ছে। তারুণ্য উৎসব নামে নতুন লিংক ওয়েবসাইটে যোগ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন উপজেলায় খামারি অ্যাপের যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে সেগুলোর তথ্য আপডেট করা হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত সদস্য পরিচালক ও বিজ্ঞানীদের তালিকা অনারবোর্ড থেকে আপডেট করা হয়েছে। প্রানিসম্পদ বিভাগ থেকে তথ্য পাওয়া যায়নি। পরিচালক (কম্পিউটার ও জিআইএস) বলেন, পিডিএস আপডেট রাখলে সিভি তৈরি করা সহজ হবে। এ বিষয়ে নির্দিষ্ট ফরমেট ব্যবহার করলে তথ্যের সামঞ্জস্যতা পাওয়া যাবে। নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন, তারুণ্য উৎসব বিষয়ে ডিসেম্বর পর্যন্ত যে প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে তা ওয়েবসাইটে আপলোড দিতে হবে। সদস্য পরিচালক (এইআরএস) বলেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ে তারুণ্য	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ডিজিটাল লিস্ট তৈরি করতে হবে। ওয়েবসাইটে কর্মকর্তাদের নামের সাথে শর্ট সিভি রাখতে হবে। ইউনিট প্রধান/বিভাগীয় প্রধানদের অনারবোর্ড রাখতে হবে। ক্যালেন্ডার আপডেটের জন্য পত্রের অনুলিপি কম্পিউটার ও	পরিচালক (কম্পিউটার ও জিআইএস) এবং সকল প্রধান/বিভাগীয় প্রধান

		উৎসবের প্রতিবেদন ই-ফাইলে এবং হার্ডকপি উভয়ভাবেই পাঠানো হয়। সর্বশেষ ২ মাসের প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। এর একটি কপি কম্পিউটার ও জিআইএস ইউনিটে প্রদান করা হবে। কৃষি মন্ত্রণালয়ে বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিবেদন পাঠানো যাবে না। সকল তথ্য ও প্রতিবেদন একত্রিত করে নির্দিষ্ট স্বাক্ষর-এর মাধ্যমে পাঠাতে হবে। ওয়েবসাইটের ক্যালেন্ডার অপশনে কোন আপডেট করা হচ্ছেনা। প্রোগ্রামের চিঠির অনুলিপি কম্পিউটার ও জিআইএস ইউনিটে দিলে ক্যালেন্ডার আপডেট সহজ হবে। নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন, বিএআরসি'র প্রকাশিত সকল বই এক জায়গায় রাখতে হবে। পুরাতন (১৫ বছরের) এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আর্কাইভে রাখতে হবে। পরিচালক (সাপোর্ট সার্ভিস) জানান, বিএআরসি'র সাফল্য প্রতিবেদন তৈরির জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে।	জিআইএস ইউনিটে পাঠাতে হবে। বিএআরসি'র প্রকাশিত সকল বই এর জন্য আলাদা লিংক রাখতে হবে।	
৩.	অডিট আপত্তি	পরিচালক (অর্থ) মহোদয় অবহিত করেন যে, রাজস্বখাতের ২০টি অডিট আপত্তি ছিল যার সবগুলোর জবাব দেয়া হয়েছে। ৮টি অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি কার্য চলমান এবং ২টি আপত্তি নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাকি ৬টি আপত্তি অর্থ মন্ত্রণালয়ের ডিজি মহোদয়ের অধীনে রয়েছে এবং দ্রুত নিষ্পত্তি হবার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এনএটিপিএ'র ২টি অডিট আপত্তির ১টি নিষ্পত্তি হয়েছে এবং বাকি ০১টি নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। পরিচালক (অর্থ) মহোদয় উক্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকালে অডিট বিভাগের সাথে তাঁর যোগাযোগের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।	সকল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।	পরিচালক (অর্থ)
৪.	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (শস্য) ড. মোহাম্মদ রেজওয়ান মোল্লা জানান, বিএআরসি'র নির্ধারিত সম্মানী তাদের অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রদান হলে এ বিষয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয় । কর্মশালায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ বারি (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট) এর সম্মানীর সাথে তুলনা করেন এবং বিএআরসি হতে প্রদত্ত সম্মানীর অর্থ অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কম বলে মনক্ষুন্ন হন এবং কর্মশালার কোন রিভিউ প্রদান করেননি। সদস্য পরিচালক (শস্য) মহোদয় প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (শস্য) ড. মোহাম্মদ রেজওয়ান মোল্লা এর সাথে একমত পোষন করেন। তিনি মৃত্তিকা ইউনিটের ন্যায় সেশন এবং এক্সপার্ট মেম্বার সংখ্যা বাড়িয়ে যেভাবে সম্মানীর সামঞ্জস্যতা বজায় রাখছে তেমনি শস্য বিভাগও তাদের কর্মশালার সেশন বৃদ্ধি করতে পারবেন কিনা এবং বাজেটও সেভাবে সরবরাহ সম্ভব কিনা জানতে চান। পরিচালক (অর্থ) মহোদয় বলেন, ওয়ার্কশপ ও ট্রেনিং এর জন্য নতুন সার্কুলার হলে এ বিষয়ে নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তরে চেয়ারম্যান মহোদয়ের উপস্থিতিতে সদস্য পরিচালকগণের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে বাৎসরিক ট্রেনিং, ওয়ার্কশপের সময়কাল ও ভাতা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তিনি আরও জানান জনশক্তি ও প্রশিক্ষণ ইউনিট বিএআরসি'র ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ ও সেমিনারসমূহ কো-অর্ডিনেটের কাজ করে এবং সকল ইউনিট/ডিভিশনের চাহিত ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ ও সেমিনারসমূহ যাচাই-বাছাই করে অর্থ ইউনিটে প্রেরণ করে। অর্থ ইউনিট সে অনুযায়ী বাজেট পাশ করে। সকল ইউনিট/ডিভিশন বাজেট নির্ধারণের পূর্বেই তাদের ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ ও সেমিনারসমূহের বাজেট ঠিক করে জনশক্তি ও প্রশিক্ষণ ইউনিটে প্রদান করলে সে অনুযায়ী আগামী বাজেট মন্ত্রণালয়ে পেশ করা যেতে পারে। নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন, রিসার্স প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট নামে যে ওয়ার্কশপ করা হয় তা বিএআরসি'র একটি অন্যতম দায়িত্ব। এখানে শস্য বিভাগের ইমপ্রুভমেন্ট এবং প্রোডাকশন নামক দুটি ওয়ার্কশপে রিসোর্স পার্সনদের নিয়ে সৃষ্ট সমস্যার জন্য আলাদা ওয়ার্কশপ করে ১/২টি টেকনিক্যাল সেশন রাখার কথা বলেন। ইমপ্রুভমেন্ট এবং প্রোডাকশনকে কয়েকটি সেশনে ভাগ করে নিতে হবে। তিনি রিকমেন্ডেশন সেশন রাখার কথা বলেন। কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এক্সপার্ট মেম্বারদের অন্তর্ভূক্ত	প্রোডাকশন এবং ইমপ্রুভমেন্ট আলাদা কয়েকটি ধাপে ওয়ার্কশপ করতে হবে। রিসার্স প্রায়োরেটি এর অগ্রগতি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং কৃষি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে ওয়ার্কশপ করতে হবে।	পরিচালক (জনশক্তি ও প্রশিক্ষণ)

		করে ওয়ার্কশপ এর প্রোগ্রাম করা যেতে পারে। ফলে বিএআরসি'র কাজের স্বীকৃতি বাড়বে। ড. মোঃ হারুনুর রশীদ, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (শস্য) জানান, বিএআরসি'র শস্য বিভাগের একজন সদস্য হিসেবে তিনি প্রোডাকশন এবং ইমপ্রুভমেন্ট ওয়ার্কশপ বিষয়ে নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে একমত পোষণ করেন। পাবলিকেশনের বিষয়ে তিনি জানান, পূর্বে স্টেকহোল্ডারদের ওয়ার্কশপ করিয়ে প্রকাশিত করা হতো। পরবর্তীতে নতুন করে ওয়ার্কশপ করা সম্ভব না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পৃক্ত করে প্রকাশনার কাজ উন্নত করা চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রতিটি বইয়ের ৭টি অধ্যায়ের মধ্যে ৬ নম্বর অধ্যায় প্রায়োরিটি অংশকে পুনরায় রিভাইস করে প্রাণিসম্পদ ও মৎস বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছিল। সেখান থেকে ফিডব্যাক পাওয়া গিয়েছে এবং বর্তমানে চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে রয়েছে। ব্রি এবং বিনা থেকে শস্য বিভাগের ওয়ার্কশপের রিভিউ পাওয়া গিয়েছে কিন্তু বারি থেকে এখনও ফিডব্যাক পাওয়া যায়নি। নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয় জনান, বারি'র উক্ত সমস্যার বিষয়ে ডিজি মহোদয়ের সাথে কথা বলবেন।		
৫.	আউটলুক ২০৫০	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (শস্য) ড. মোহাম্মদ রেজওয়ান মোল্লা বিএআরসি'র আউটলুক এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং বলেন, বিএআরসি'র রিভিউ এখনও আসেনি। বিএআরসি'র কাছে যে দুটি প্রতিষ্ঠানের রিভিউ প্রক্রিয়াধীন ছিল তা সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রথম রিজিওনাল ওয়ার্কশপ নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের উপস্থিতিতে রাজশাহীতে সম্পন্ন হয় । বাকি দুটি রিজিওনাল ওয়ার্কশপ খুলনা ও বরিশালে সম্পন্ন হয়েছে এবং নিয়োগ পরীক্ষায় নিয়োজিত থাকার দরুন উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত থাকা সম্ভব হয়নি। বিএআরসি'র পক্ষে ড. শাহ মোঃ মনির হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (শস্য) উপস্থিত ছিলেন। বগুড়া রিজিওনের রিভিউ দায়িত্ব বিএআরসি'কে প্রদান করা হয়েছে এবং সে বিষয়ে কাজ চলমান। ঢাকা রিজিয়নে আগামী ২৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। আউটলুকের অংশ হিসেবে GAP এবং KGF এর তথ্য চাওয়া হয়েছে। GAP এর তথ্য ইতিমধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। KGF এর তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। আগামী ২৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠান হতে একটি প্রেজেন্টেশন রাখার প্রস্তাব করা হবে।	বিএআরসি'র আউটলুক ২০৫০ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
৬.	তারুণ্য উৎসব ২০২৫	এ বিষয়ে সদস্য পরিচালক (এইআরএস) মহোদয় সভাকে অবগত করেন যে, মোট ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বিএআরসি'র তারুণ্য উৎসব কর্মসূচি সম্পাদনের কথা থাকলেও তন্মধ্যে ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তারুণ্য উৎসব কর্মসূচি সম্পাদিত হয়েছে। বাকি ১টি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহতে অনুষ্ঠিত হবার কথা থাকলেও উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটরিয়ামের কাঠামোগত ত্রুটির কারনে তারুণ্য উৎসব কর্মসূচি স্থগিত করা হয় এবং Zoom মিটিং এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা হয়। নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পরবর্তী তারুণ্য উৎসব কর্মসূচি আয়োজন করা যেতে পারে। সচিব মহোদয়ের সাথে তিনি এ বিষয়ে কথা বলবেন। ড. যাকীয়াহ রহমান মনি, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পুষ্টি) বলেন, পরবর্তী তারুণ্য উৎসব কর্মসূচি ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটিতে করা যেতে পারে।	ভিডিও ডকুমেন্টরি তৈরি করার প্রয়োজন নেই।	সংশ্লিষ্ট কমিটি
৭.	বিবিধ	নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন, ভান্ডার থেকে আলাদাভাবে চাহিদাপত্র না দিয়ে ইউনিট/বিভাগ থেকে এর প্রধান কর্তৃক চাহিদাপত্র দিয়ে প্রয়োজনীয় পন্য তুলে সেখান থেকে বন্টন করা যেতে পারে। চাহিদাপত্রের রেকর্ড রাখা না হলে এবং এককভাবে ভান্ডার থেকে পণ্য গ্রহণ করলে সদস্য পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) বরাবর রিপোর্ট করতে বলেন।	ভান্ডার থেকে বিভাগ/ইউনিট প্রধান কর্তৃক একটি সামগ্রিক চাহিদাপত্রের মাধ্যমে পণ্য গ্রহণ করতে হবে। সকল বিভাগ/ইউনিটে পণ্য গ্রহণের রেকর্ড রাখতে হবে।	সকল বিভাগ/ইউনিট প্রধান

		পরিচালক (কম্পিউটার ও জিআইএস) জানান, কম্পিউটার ল্যাবে পিসির সংখ্যা বাড়ানো হবে। জায়গা স্বল্পতার কারণে ল্যাবের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি কেজিএফ এর ফ্লোরে বিএআরসি'র জন্য ৩টি রুম খালি করার প্রস্তাব করেন। ফলে কম্পিউটার ল্যাবের পরিসর বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন, কম্পিউটার ল্যাবের পুরাতন কম্পিউটারগুলো বিভিন্ন ইউনিট/ডিভিশনে তাদের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা যেতে পারে।	বিএআরসি'র স্বার্থ বিবেচনা করে কাজ করতে হবে।	পরিচালক (কম্পিউটার ও জিআইএস)
		নির্বাহী প্রকৌশলী মহোদয় জানান, বিএআরসি'র বাইরের দেয়ালে প্রদর্শণীর জন্য নার্সভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠান থেকে ছবি সংগ্রহ করা হচ্ছে। নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয় ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম, সদস্য পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) এর পরিবর্তে ড. শাহ মোঃ মনির হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (শস্য) কমিটির দায়িত্ব পালনের প্রস্তাব করেন। সদস্য পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মহোদয় বিএআরসি'র দেয়ালে প্রদর্শিত ছবি পরিস্কার এর কথা বলেন।	ড. শাহ মোঃ মনির হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (শস্য) কমিটির দায়িত্ব পালন করবে।	সংশ্লিষ্ট কমিটি
		সদস্য পরিচালক (এইআরএস) মহোদয় বিএআরসি'র দেয়ালে বট গাছের বৃদ্ধিরোধ এবং প্রধান গেইট এর কাছে স্থাপিত গম্বুজিটির উপরে শেওলা পরিস্কার করার কথা বলেন।	দ্রুত পরিষ্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী
		পরিচালক (কম্পিউটার ও জিআইএস) জানান, অরিজিনাল (লাইসেন্স) সফটওয়্যার প্রশিক্ষনে রাখার বিষয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে। ড. মোঃ গোলাম মাহবুব, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (বন) বলেন, পাইরেসি সফটওয়্যার এর পরিবর্তে অরিজিনাল সফটওয়্যার ব্যবহারের প্রস্তাব রাখেন।	অরিজিনাল সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে।	পরিচালক (কম্পিউটার ও জিআইএস)
		সাধারন সম্পাদক (বিএআরসি কর্মচারী কল্যান সমিতি) বলেন, কর্মচারীদের দেয়া ১২ দফা দাবি এখনও পূরণ করা হয়নি। তিনি কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতার তালিকা প্রকাশপূর্বক পদোন্নতিযোগ্য পদে পদোন্নতি প্রদানের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব রাখেন। দীর্ঘদিন যাবৎ গাড়িচালকের পদগুলো শূণ্য থাকা সত্বেও উক্ত পদগুলোতে নিয়োগ প্রদান করা হচ্ছে না। নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন, শীঘ্রই ২০টি পদের ছাড়পত্র নেয়া হবে এবং এর মাধ্যমে নতুন নিয়োগ দেয়া হবে।	গাড়িচালক নিয়োগ এবং পদোন্নতিযোগ্য পদে দ্রুত পদোন্নিতি প্রদান করতে হবে।	সদস্য পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
		সদস্য পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মহোদয় জানান, জাতীয় পে-কমিশনের একজন খন্ডকালীন সদস্য প্রফেসর ড. মোঃ শামসুল আলম এর সাথে পে-স্কেল বিষয়ে সভা হয়েছে। এ সভার প্রধান এজেন্ডা ছিল বিএআরসি'তে পেনশন সুবিধা চালু করা। তিনি এ বিষয়ে পে কমিশনের সভাপতি মহোদয়ের সাথেও সভা করেন এবং বিএআরসি'র প্রধান সব এজেন্ডা তুলে ধরেন।		

সভায় আর কোনো আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

29/10/2025

(মোঃ আব্দুল মোত্তাকিন)
পরিচালক (সাপোর্ট সার্ভিস)
ও
সদস্য সচিব
কাউন্সিল মাসিক পর্যালোচনা সভা

29/10/25

(ড. নাজমুন নাহার করিম)
নির্বাহী চেয়ারম্যান (রু.দা.)
ও
সভাপতি
কাউন্সিল মাসিক পর্যালোচনা সভা

কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

ক্র. নং নাম, পদবী ও ঠিকানা

১. জনাব অজিত কুমার চক্রবর্তী, সদস্য পরিচালক (মৎস্য) ও পরিচালক (অর্থ) (অ.দা.), বিএআরসি, ঢাকা।
২. ড. মোঃ আবদুছ ছালাম, সদস্য পরিচালক (শস্য) বিএআরসি, ঢাকা।
৩. ড. মোঃ বক্তীয়ার হোসেন, সদস্য পরিচালক (এনআরএম), বিএআরসি ক্যাম্পাস, ঢাকা।
৪. ড. মোঃ ছায়ফুল্লাহ, সদস্য পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) বিএআরসি, ঢাকা।
৫. ড. মোঃ মোশাররফ উদ্দিন মোল্লা, সদস্য পরিচালক (এইআরএস) (চ. দা) বিএআরসি, ঢাকা।
৬. ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম, সদস্য পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) (রু. দা), বিএআরসি, ঢাকা।
৭. জনাব মোঃ আব্দুল মোত্তাকিন, পরিচালক (সাপোর্ট সার্ভিস), বিএআরসি, ঢাকা।
৮. জনাব হাসান মোঃ হামিদুর রহমান, পরিচালক (কম্পিউটার ও জিআইএস ইউনিট), বিএআরসি, ঢাকা।
৯. ড. মোঃ হারুনুর রশীদ, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (শস্য) ও পরিচালক (সার্ক কৃষি কেন্দ্র), বিএআরসি, ঢাকা।
১০. ড. শাহ মোঃ মনির হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (শস্য), বিএআরসি, ঢাকা।
১১. ড. সুস্মিতা দাস, পরিচালক (কৃষি তথ্য কেন্দ্র), বিএআরসি, ঢাকা।
১২. ড. সুরাইয়া পারভীন, পরিচালক (টিটিএমইউ) বিএআরসি, ঢাকা।
১৩. ড. মোঃ আশরাফুল আলম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন), বিএআরসি, ঢাকা।
১৪. ড. মোঃ গোলাম মাহবুব, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (বন), বিএআরসি, ঢাকা।
১৫. ড. মোঃ মাহফুজ আলম, পরিচালক (জনশক্তি ও প্রশিক্ষণ), বিএআরসি, ঢাকা।
১৬. ড. ফরিদুল আলম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৃত্তিকা), বিএআরসি, ঢাকা।
১৭. ড. আবুল ফাত্তা মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কৃষি প্রকৌশল), বিএআরসি, ঢাকা।
১৮. জনাব মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, প্রধান কারিগরি কর্মকর্তা , বিএআরসি, ঢাকা।
১৯. জনাব হাসান মাহমুদ, সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট (কম্পিউটার ও জিআইএস ইউনিট), বিএআরসি, ঢাকা।
২০. ড. আলী আকবর ভূঁইয়া, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্রাণিসম্পদ), বিএআরসি, ঢাকা।
২১. ড. এ বি এম খালদুন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন), বিএআরসি, ঢাকা।
২২. ড. মোঃ আশরাফুল আলম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, (কৃষি প্রকৌশল), বিএআরসি, ঢাকা।
২৩. ড. মোঃ আব্দুস সালাম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (এইআরএস), বিএআরসি, ঢাকা।
২৪. ড. যাকীয়াহ রহমান মনি, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পুষ্টি), বিএআরসি, ঢাকা।
২৫. জনাব মোঃ আল মোবাশ্বের হোসেন, প্রধান ট্রেনিং অফিসার, বিএআরসি, ঢাকা।
২৬. ড. মোহাম্মদ রেজওয়ান মোল্লা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (শস্য), বিএআরসি, ঢাকা।
২৭. ড. মোঃ জামাল উদ্দীন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (শস্য), বিএআরসি, ঢাকা।
২৮. ড. মোঃ জহিরুল ইসলাম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (শস্য), বিএআরসি, ঢাকা।
২৯. ড.কাজী নূর-এ-আলম জুয়েল, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (বন), বিএআরসি, ঢাকা।
৩০. ড. মোঃ শাহজাদ কুলি খান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য), বিএআরসি, ঢাকা।
৩১. ড. পান্না আলী, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (শস্য), বিএআরসি, ঢাকা।
৩২. ড. মাসুদ রানা , প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্রাণি সম্পদ), বিএআরসি, ঢাকা।
৩৩. ড. শিরিন সুলতানা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য), বিএআরসি, ঢাকা।
৩৪. ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (এইআরএস), বিএআরসি, ঢাকা।
৩৫. ড. আহমেদ নুমেরী আশফাকুল হক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৃত্তিকা), বিএআরসি, ঢাকা।
৩৬. জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুল হাসান, উপ-পরিচালক (সংস্থাপন), বিএআরসি, ঢাকা।
৩৭. জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, উপ-পরিচালক (হিসাব), বিএআরসি, ঢাকা।
৩৮. জনাব মির্জা তোছাদ্দেক হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএআরসি, ঢাকা।
৩৯. ড. মোঃ তৈয়বুর রহমান, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (প্রকিউরমেন্ট) ও প্রিন্সিপাল লাইব্রেরিয়ান (অ.দা.), বিএআরসি, ঢাকা।
৪০. জনাব কে.এম আলী হায়দার, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (সংস্থাপন), বিএআরসি, ঢাকা।
৪১. জনাব মোঃ মমিনুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (অডিট), বিএআরসি, ঢাকা।
৪২. জনাব কামরুল হাসান, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বাজেট), বিএআরসি, ঢাকা।
৪৩. ড. মোছাঃ সুফরা আক্তার বানু, সিনিয়র সায়েন্টিফিক এডিটর, বিএআরসি, ঢাকা।
৪৪. জনাব আল-হেলাল, প্রোগ্রামার, কম্পিউটার ও জিআইএস ইউনিট, বিএআরসি, ঢাকা।
৪৫. জনাব মোঃ আল-আমিন, প্রটোকল অফিসার, প্রশাসন ও অর্থ বিভাগ, বিএআরসি, ঢাকা।
৪৬. ড. মোঃ খোরশেদ আলম, সিনিয়র ট্রেনিং অফিসার, বিএআরসি, ঢাকা।
৪৭. ড. মোঃ ইকবাল হোসেন, সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার (টিটিএমইউ), বিএআরসি, ঢাকা।
৪৮. ড. মোঃ আনোয়ারুল হক, সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার (টিটিএমইউ), বিএআরসি, ঢাকা।

ক্র. নং নাম, পদবী ও ঠিকানা

৪৯. জনাব সোহাগ ফকির, সহকারী পরিচালক (সংস্থাপন), বিএআরসি, ঢাকা।

৫০. জনাব মোঃ জুবাইর রেজা, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (হিসাব) (চ. দা.), বিএআরসি, ঢাকা।

৫১. জনাব মোহাম্মদ তৌফিকুর রহমান, সহকারী পরিচালক (কমন সার্ভিস), বিএআরসি, ঢাকা।

৫২. জনাব এস. এম. মোস্তাফিজুর রহমান, একান্ত সচিব, বিএআরসি, ঢাকা।

৫৩. জনাব মোঃ সাইমুম হাসান, ইনফরমেশন অফিসার, বিএআরসি, ঢাকা।

৫৪. জনাব মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম, গ্রাফিক্স ডিজাইনার, বিএআরসি, ঢাকা।

৫৫. জনাব মোঃ নূরে আলম উজ্জল, ডাটা এন্ট্রি অফিসার, বিএআরসি, ঢাকা।

৫৬. জনাব রাশেদুল ইসলাম, ডাটা এন্ট্রি অফিসার, বিএআরসি, ঢাকা।

৫৭. জনাব আয়েশা সিদ্দিকা, সহকারী পরিচালক (ভান্ডার), বিএআরসি ঢাকা।

৫৮. জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (প্রেষণ), বিএআরসি, ঢাকা।

৫৯. জনাব মাধব বনিক, সাইট ইঞ্জিনিয়ার, বিএআরসি ঢাকা।

৬০. জনাব কাজী গোলাম আজম, সহকারী পরিচালক (অডিট) (চ.দা.), বিএআরসি ঢাকা।

৬১. জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, সহকারী পরিচালক (সংস্থাপন) (অ. দা.), বিএআরসি, ঢাকা।

৬২. জনাব আব্দুল মোমেন, নিরাপত্তা কর্মকর্তা (অ. দা.), বিএআরসি, ঢাকা।

৬৩. সভাপতি, কর্মচারি কল্যান সমিতি, বিএআরসি, ঢাকা।

৬৪. সাধারন সম্পাদক, কর্মচারি কল্যান সমিতি, বিএআরসি, ঢাকা।